দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 MAR 1995 ... ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ... 7 ...

গমের টানে নয়, শিক্ষার টানে ওরা পাঠশালায় যায়

মীর্জা শামসুল ইসলাম : পাবনা।—ওরা স্কুলে লেখাপড়ার ফাঁকে যে সময়টুকু পায়— সেটা গল্পগুজব করে অপচয় করে না। ওদের শিশু মনও পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা কামনা করে। সে জন্যই মায়ের পেশায় ওরা ছোট্ট বয়সেও বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেছে।

এভাবে ছোট্ট বয়সে ওরা স্কুলের বিষয়গুলোর মতোই বিভিন্ন পেশার পারদর্শী হয়ে ওঠে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেমন বাংলা, অংক, ইংরেজী, ধর্ম, সমাজ পাঠ শিখছে তেমনি কাঁথা সেলাই, বিড়ি তৈরি, খেজুর পাতার মাদুর বোনানোর মত কাজ শিখছে। অবশ্য বিদ্যালয়ের পথ এর আগে ওরা কোনদিন মাড়ায়নি। জন্মের পর থেকেই বস্তির পারিবারিক গন্ডির মধ্যেই ছিল ওদের পৃথিবী। সেই গন্ডির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে ওরা বেরিয়ে আসতে পেরেছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের বদৌলতে। অর্থাৎ দু'বছর থেকে ওরা বিদ্যালয়ের পরিবেশে সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে এখন বুঝতে শিখেছে বস্তির বাইরেও জীবন আছে। সে জীবন আরও সুন্দর। সেই সুন্দর ও সুখময় জীবন বাস্তবায়নে চাই শিক্ষা আর শিক্ষার জন্য কমবেশী অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ তখুনি যোগাড় করা সম্ভব যখন পারিবারিক অভাব অনটনকে দূরে ঠেলে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়।

পাবনা শহরসহ জেলার ৯টি থানায় প্রায় দু'শতাধিক বস্তিপাড়া বা বস্তি এলাকা রয়েছে। এসব বস্তির ছেলে-মেয়েরা আগে সারাদিন বস্তির মধ্যেই বাপ-মার সঙ্গে বিড়ি তৈরি, কাঁথা সেলাই, চরকায় সুতো ভরা, মুরগি ধরার টোপা, ঝাঁকা, শরপোষ তৈরি প্রভৃতি কাজ শিখে সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থানে সাহায্য করতো। ফলে বস্তির শিশু পিতামাতাকে অনুসরণ করে সেই পেশা ধরে রেখে বস্তিতেই জীবন কাটাতো। কিন্তু ওরা এখন সে জীবনধারা পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভে যখন সবাই পাঠশালায় যাওয়া শুরু করলো তখন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য পাওয়ার জন্য ওরাও পাঠশালাগামী হলো। জীবনের পরিবর্তন হলো। কিন্তু পড়াশোনার পাশাপাশি ওরা এখনো পিতামাতাকে সাহায্য করে চলেছে। পাঠশালাগামী শিশুরা যারা বিড়ি তৈরি করছে, তাদের জিগ্যেস করলাম, তোমরা পড়াশোনা করো কখন? উত্তরে সবাই জানালো, রাতে আর সকালে। পাঠশালা থেকে ফিরে মায়ের সঙ্গে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিড়ি তৈরি করে। একজন কিশোর বা কিশোরী সপ্তাহে গড়ে ২ হাজার বিড়ি বানায়। এতে পারিশ্রমিক পায় প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা। এই ৫০ টাকা থেকে ওরা বাপ-মার হাতে তুলে দেয় ৩০ টাকা আর ২০ টাকা সঞ্চয় করে রাখে ভবিষ্যতে পড়াশোনার খরচ বাবত। হঠাৎ কেন তাদের পড়াশোনার প্রতি এত উৎসাহ দেখা দিল? এর উত্তরে অত্যন্ত সরল মনে করমজা বস্তি পাড়ার (সাঁথিয়া থানা) রহম ফেরার ৯ বছর বয়স্কা কন্যা ছমিরন যা জানায় তা হল : প্রথমে গমের লোভেই পাঠশালায় ভর্তি হয়। এক মাস নিয়মিত পাঠশালায় যেয়ে দেখে সেখানে তার মতো অনেক ছেলেমেয়ে পড়শোনা করছে এবং তারা কতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এর পর থেকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষা লাভই তার নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এখনও সে গম পায়। গম না পেলেও কি সে পাঠশালায় যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ছমিরন জানায়, যাবে এবং পড়াশোনা করে ভদ্র-লোকদের মতো চলাফেরা করবে।

ছমিরনের বাবা-মায়ের কাছ থেকেও একই উত্তর শুনে অবাক হলাম। ছোট্ট কিশোরী কন্যার লেখাপড়া শেখানোর প্রবল ইচ্ছা তাদের মধ্যেও কাজ করছে। একই বস্তিতে আরও কয়েকজন কিশোর-কিশোরীকে দেখলাম। এরা ছোট্ট আঙুল চালিয়ে বিড়ি তৈরি করছে, এরা নিয়মিত পাঠশালায়ও যাচ্ছে।